হযরত আলী ও আয়েশা এবং আসহাবে বদরের জীবনী

29-April-2021

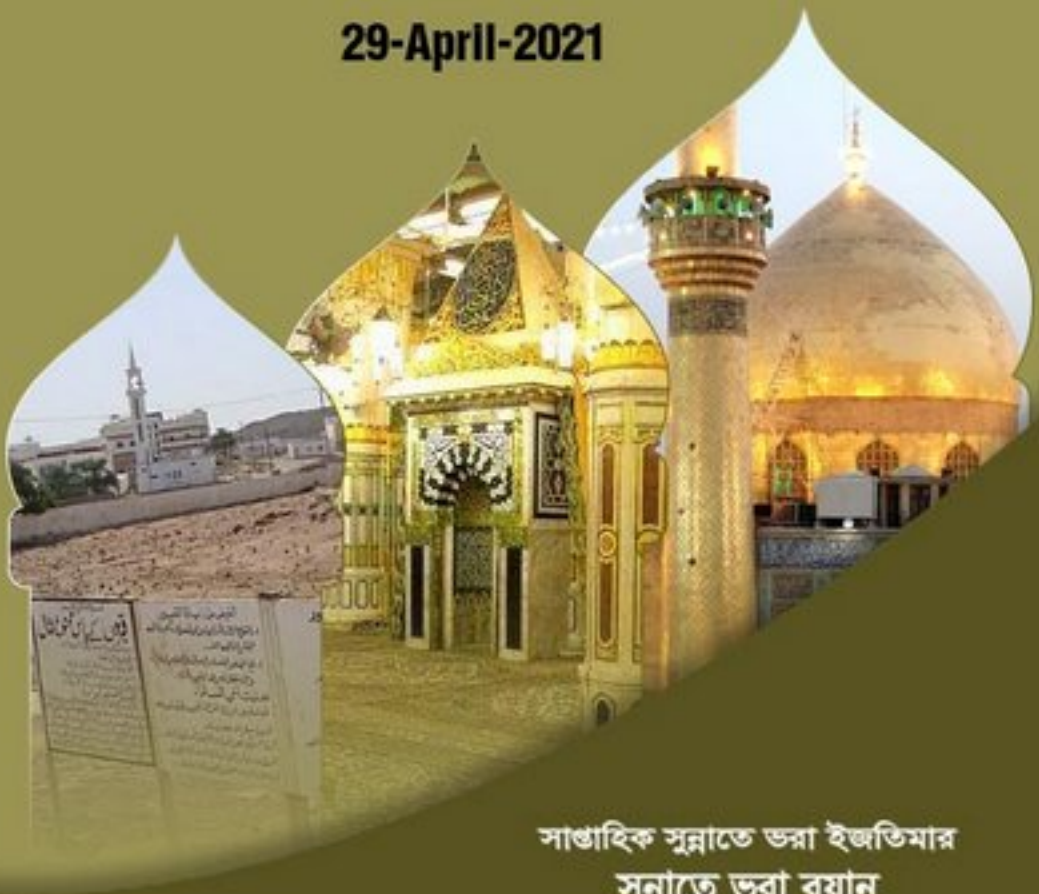

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। **(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, হাদীস ২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসহাবে বদরের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৭ রমযানুল মুবারক বদরের যুদ্ধে ১৪জন (৬জন মুহাজির এবং ৮জন আনসার) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শাহাদতের সুধা পান করেছিলেন, আসুন! এই সম্পর্কে আমরা আসহাবে বদরের শান ও মহত্ব অবলোকন করি।

কোরআনে আসহাবে বদরের শান

২৮তম পারা সূরা মুজাদালার **১১**নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় ‘মজলিসসমূহে জায়গা দাও! তবে জায়গা দাও। **আল্লাহ** তোমাদেরকে জায়গা দেবেন

www.dawateislami.net

قِيۡلَ انۡشُزُوۡا فَانۡشُزُوۡا يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৮, সূরা মুজাদালা, আয়াত ১১)

আর যখন বলা হয়, 'উঠে দাড়াও!' তখন উঠে দাড়াও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, **আল্লাহ** তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন এবং **আল্লাহ**র নিকট তোমাদের কর্মগুলোর খবর আছে।

শানে নুযুল

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কিরামদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ খুবই সম্মান করতেন। একদিন কয়েকজন বদরী সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এমন সময় পৌঁছলেন যখন মজলিশ শরীফ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, তাঁরা **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম আরয করলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তর দিলেন অতঃপর তাঁরা উপস্থিতিদের সালাম করলেন তখন তারাও উত্তর দিলেন, অতঃপর এই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন যে, তাঁদের জন্য মজলিশ শরীফে জায়গা করে দেয়া হবে কিন্তু কেউ জায়গা দিলো না, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এব্যাপারে কষ্ট পেলেন, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নিকটতমদের উঠিয়ে তাঁদের জন্য জায়গা বানিয়ে দিলেন, উঠে যাওয়াদের উঠা কষ্টকর হলে তখন এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হলো এবং ইরশাদ করা হলো: হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হবে: মজলিশে জায়গা প্রশস্ত করে তবে জায়গা প্রশস্ত করে দাও, **আল্লাহ** তোমাদের জন্য জান্নাতে জায়গা প্রশস্ত করবেন এবং যখন তোমাদেরকে নিজের জায়গা থেকে দাঁড়াতে বলা হবে যাতে জায়গা প্রশস্ত হয়ে যায় তবে দাঁড়িয়ে যাও,

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক এবং **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের কারণে তোমাদের মধ্যে ঈমানদারদের এবং তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, যাঁদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে আর **আল্লাহ পাক** তোমাদের কাজের প্রতি অবগত রয়েছেন। (তাফসীরে খাযিন, পারা ২৮, আল মুজাদালাতি, ১১নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/২৫৮)

নেককার বান্দাদের সম্মান করা সুন্নাতে মুস্তফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃতত আয়াতে মুবারাকার শানে নুযুল দ্বারা জানতে পারলাম! নেককার বান্দাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়া এবং তাঁদের সম্মান করা জায়িয বরং সুন্নাত, এমনকি মসজিদেও তাঁদের সম্মান করা যাবে। হাদীসে পাকে দ্বীনি নেতা ও ওস্তাদদের সম্মান করার রীতিমতো আদেশ দেয়া হয়েছে। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ২৮ম সূরা মুজাদালাহ, ১১নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/৪৫) অতএব **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যাঁদের থেকে তুমি ইলম অর্জন করো তাঁদের জন্য এবং যাদেরকে তুমি ইলম শিখাও তাদের জন্য বিনয় অবলম্বন করো আর অবাধ্য আলিম হয়ো না। (আল জামেউল আখলাকুর রাবী, ২৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮০২)

বড়দের শ্রদ্ধা করা আল্লাহ পাকের পছন্দ

নেককার মানুষের সম্মান করা এবং বড়দের শ্রদ্ধা করা **আল্লাহ পাকের** অনেক পছন্দ। **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বৃদ্ধ মুসলমানের সম্মান করা এবং ঐ কোরআনের ধারককে সম্মান করা যে কোরআনে করীম সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত অতিরঞ্জিত করে না আর এর আহকামের উপর আমল করে ও ন্যায় পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা **আল্লাহ পাকের** সম্মান করার অন্তর্ভূক্ত। (আবু দাউদ, ৪/৩৪৪, হাদীস ৪৮৪৩) সৌভাগ্যবান হলো ঐ লোকেরা, যারা ওলামা মাশায়িখ এবং দ্বীনদারের

www.dawateislami.net

সম্মান করে থাকে আর দূর্ভাগা হলো ঐ লোক, যারা স্বাধীনতার নামে ওলামা ও দ্বীনদারদের ঠাট্টা করে এবং নিজের আখিরাত ধ্বংস করে দেয়। (মাসিক ফয়যানে মদীনা, জুলাই ২০১৯ইং, ৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে নিজের একটি মহান দয়ার কথা বর্ণনা করেছে, আসুন! সেই মহান দয়াটি সম্পর্কে শুনি, ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের **১২৩** নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় **আল্লাহ** বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা সম্পূর্ণ হীনবল ছিলে। সুতরাং তোমরা **আল্লাহকেই** ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে **আল্লাহ পাক** তাঁর মহান দয়ার কথা বর্ণনা করছেন যে, বদরের যুদ্ধে যখন মুসলমানের সংখ্যাও কম ছিলো এবং তাঁদের নিকট হাতিয়ার ও বাহনও কম ছিলো আর বিপরীতে কাফেরের সংখ্যা এবং সমর শক্তিতে মুসলমানদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি ছিলো। এই অবস্থায় **আল্লাহ পাক** মুসলমানদের সাহায্য এবং বিজয় ও সাফল্য দান করেন। বদরের যুদ্ধ **১৭** রমযানুল মুবারক ২য় হিজরীতে জুমার দিনে সংগঠিত হয়েছিলো। (তাফসীরে দুররে মনসুর, ১০ম পারা, আল আনফাল, ৪১নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৭২) মুসলমানের সংখ্যা ছিলো **৩১৩**জন আর শত্রুরা ছিলো প্রায় এক হাজার। (সীরাতে মুস্তফা, ৭১০ পৃষ্ঠা) "বদর" হলো একটি কুপ, যা এক ব্যক্তি বদর বিন আমের খনন করেছিলো, তার নামানুসারে

www.dawateislami.net

এই এলাকার নাম "বদর" হয়ে গেলো। এই জায়গাটি মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের মাঝখানে অবস্থিত।

(সাভী, আলে ইমরান, ১২৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩১০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে মুবারাকা দ্বারা আহলে সুন্নাতের একটি মহান আক্বীদা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আর তা হলো: বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়েছিলো, যেমনটি পরবর্তী আয়াতে বিদ্যমান, যুদ্ধে ফিরিশতারা লড়াই করে, তাঁরা মুসলমানদের সাহায্য করে কিন্তু তাদের সাহায্যকে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করছেন যে, বদরে **আল্লাহ পাক** তোমাদের সাহায্য করেছেন। এথেকে বুঝা গেলো! **আল্লাহ পাকের** প্রিয়রা যখন **আল্লাহ পাকের** অনুমতিতে সাহায্য করে তবে তা **আল্লাহ পাকেরই** সাহায্য হয়ে থাকে, অতএব আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام যেই সাহায্য করবেন তা **আল্লাহ পাকেরই** সাহায্য বলে বিবেচিত হবে আর একে কুফর ও শিরক বলা যাবে না।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৪র্থ পারা, আলে ইমরান, ১২৩নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪৬)

আসহাবে বদর ধৈর্যশীল ও তাকওয়াবান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমের **আল্লাহ পাক** আসহাবে বদরের এই গুণ বর্ণনা করেন যে, তাঁরা ধৈর্যশীল ও তাকওয়ার অনুসারী ছিলেন এবং এই কারণে **আল্লাহ পাক** তাঁর নিষ্পাপ ফিরিশতাদের মাধ্যমে তাঁদেরকে সাহায্য করে বদরের ময়দানে তাঁদেরকে বিজয় ও সাফল্য দ্বারা ধন্য করেছেন।

৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১২৪ ও ১২৫ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ اَلَنْ
یَّكْفِیَكُمْ اَنْ یُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ
بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓىٕكَةِ
مُنْزَلِیْنَ ﴿۱۲۴﴾ بَلٰۤى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ
تَتَّقُوْا وَ یَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا
یُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ
الْمَلٰٓىٕكَةِ مُسَوِّمِیْنَ ﴿۱۲۵﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১২৪-১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যখন, হে মাহবুব! আপনি মুসলমানদের বলেছিলেন, ‘তোমাদের জন্য কি একথা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন তিন হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ করে?’ হাঁ। কেন হবেনা! যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেযগারীতা অবলম্বন করো এবং কাফির ঐ মুহুর্তেই তোমাদের উপর হামলা করে বসে তখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার চিহ্নধারী ফিরিশতা প্রেরণ করবেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ উৎসাহ দিতে গিয়ে এবং তাঁদের সাহস বৃদ্ধি করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের সাহস সমুন্নত রাখো! তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, **আল্লাহ পাক** তিন হাজার (৩০০০) ফিরিশতা অবতীর্ণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন। এর পর ইরশাদ করেন: তিন হাজার (৩০০০) ফিরিশতার সাথেই নয় বরং যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেযগারীতা অবলম্বন করো এবং সেই সময় শত্রু তোমাদের উপর আক্রমন করলো তবে **আল্লাহ পাক** পাঁচ হাজার (৫০০০) বিশিষ্ট ফিরিশতাদের দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এটি একটি অদৃশ্যের সংবাদ ছিলো, যা পরবর্তীতে সম্পন্ন হয়েছিলো আর সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর ধৈর্য ও পরহেযগারীতার বদৌলতে **আল্লাহ পাক** পাঁচ হাজার (৫০০০) ফিরিশতা অবতীর্ণ করেন, যাঁরা বদরের ময়দানে মুসলমানদের সাহায্য করেছে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৪র্থ পারা, সূরা আলে ইমরান, ১২৪-১২৫নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪৭)

www.dawateislami.net

বদরের ঘটনা থেকে জ্ঞাত হওয়া বিষয় সমূহ

এই আয়াত থেকে ৩টি বিষয় জানা গেলো: (১) বদরে অংশগ্রহণ কারী সকল মুহাজির ও আনসারগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ধৈর্যশীল ও পরহেযগার ছিলেন, কেননা **আল্লাহ পাক** তার সাহায্য অবতীর্ণ করার জন্য ধৈর্যশীল ও পরহেযগারীতার শর্ত রেখেছিলেন এবং যেহেতু ফিরিশতা পরবর্তীতে অবতীর্ণ হয়েছে তবে এথেকে জানা গেলো! শর্ত পাওয়া গিয়েছিলো অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ধৈর্য ও পরহেযগারীতা প্রদর্শন করেছিলেন, অতএব সাহাবায়ে কিরোমের ধৈর্য ও পরহেযগারীতার সাক্ষী হলো কোরআন। (২) বদরে আগত ফিরিশতারা অন্যান্য ফিরিশতা থেকে উত্তম, কেননা **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে বিশেষ চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছিলেন, যার কারণে তাঁরা অন্যান্যদের থেকে অনন্য হয়ে গেছেন এবং হাদীসে এর ব্যাখ্যাও বিদ্যমান রয়েছে যে, বদরে অবতীর্ণ হওয়া ফিরিশতা অন্যান্য ফিরিশতাদের চেয়ে উত্তম। (৩) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত এবং **আল্লাহ**র পথের যোদ্ধাদের সাহায্য করা উচ্চতর ইবাদত, কেননা এই ফিরিশতারা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত আর সাহাবায়ে কিরামের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য ফিরিশতাদের চেয়ে উত্তম মর্যাদা পেয়েছে। অতএব **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সকল মুসলমানদের মধ্যে উত্তম, কেননা তাঁরা ঐ সৌভাগ্যবান মনিষী, যাঁদের **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমত করা নসীব হয়েছে।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৪র্থ পারা, আলে ইমরান, ১২৪-১২৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪৭-৪৮)

শুহাদায়ে বদরের ফযীলত সম্বলিত দলীল ভিত্তিক এই হাদীসে পাকও অবলোকন করুন,

www.dawateislami.net

নিশ্চয় হারেসা জান্নাতুল ফেরদাউসে রয়েছে

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: বদরের যুদ্ধের দিন হযরত হারেসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শহীদ হয়ে গেলো তখন তাঁর আম্মা **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি ভালভাবেই জানেন যে, হারেসা আমার কেমন প্রিয় ছিলো, যদি সে জান্নাতে যায় তবে আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং সাওয়াবের আশা রাখবো আর যদি **আল্লাহ** না করুন ব্যাপার এর বিপরীত হয় তবে আপনি দেখবেন যে, আমি কি করি। **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার প্রতি আফসোস! তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? **আল্লাহ**র কি একটিই জান্নাত? তাঁর জান্নাত অসংখ্য এবং নিশ্চয় হারেসা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) জান্নাতুল ফেরদাউসেই রয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৩/১২, হাদীস ৩৯৮২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসহাবে বদর ঐ মহান মনিষী, যাঁদের প্রশংসা খুবই মহান ও উচ্চ। যার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** সত্য যবানে এই মনিষীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ দান করেছেন।

জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সুসংবাদ

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি আশা করি, যাঁরা বদরের যুদ্ধ এবং হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলো اِنۡ شَآءَ اللّٰہ তাঁদের মধ্যে কেউ আগুনে প্রবেশ করবে না। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৪/৫০৮, হাদীস ৪২৮১)**

www.dawateislami.net

শুহাদায়ে বদর ঐ সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ যাঁদেরকে **আল্লাহ পাকের** মহত্বপূর্ণ দরবার থেকে জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার সনদ প্রদান করা হয়েছে।

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে

হাদীসে পাকে রয়েছে: **আল্লাহ পাক** বদরী সাহাবাদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ব্যাপারে ইরশাদ করেন: তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। **(বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, ৩/১৩, হাদীস ৩৯৮৯)**

আসহাবে বদর ও বাইতুর রিদওয়ানগণ জান্নাতী

হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: চার খোলাফায়ে রাশেদিনের পর অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশশারা ও হযরত হাসান হোসাইন ও আসহাবে বদর ও আসহাবে বাইতুর রিদওয়ান (رِضۡوَانُ اللّٰہِ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن) মহত্বপূর্ণ আর তাঁরা সবাই অকাট্য (নিশ্চিত) জান্নাতি। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/২৪৯)**

আসহাবে বদরের নামের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসহাবে বদর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর একটি গুণ এটাও যে, তাঁদের মুবারক ও সম্মানিত নামের বরকতে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। জি হ্যাঁ! ঐসকল সময় যখন দোয়া কবুল হয়ে থাকে এর মধ্যে একটি সময় এটাও যে, যখন বান্দা হাদীস শরীফের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব **"বুখারী শরীফ"** পাঠ করে আসহাবে বদরের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ নাম সমূহে পৌঁছবে, অতএব আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: বিশুদ্ধ কিরাত সহকারে

www.dawateislami.net

বুখারী শরীফে যখন আসহাবে বদরের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین নামে পৌঁছবে। (ফাযায়িলে দোয়া, ১২৭ পৃষ্ঠা)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: (হযরত) ইমাম বুখারী (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) ৪৪জন হযরাত (অর্থাৎ আসহাবে বদর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর নাম উল্লেখ করেছেন, কারো কারো নাম আলাদা আলাদা স্থানে উল্লেখ করেছেন। বুখারীতে তাঁদের আলোচনা বিভিন্ন অবস্থায় করা হয়েছে, কিছু নাম একেবারেই উল্লেখ করা হয়নি, যদি আসহাবে বদরের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ নাম পাঠ করে দোয়া করা হয় তবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ কবুল হবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫৬৭) কিছু আরেফিন আসহাবে বদরের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ নামের অযীফা পাঠ করতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫৭৩)

আসহাবে বদরগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ কেমন ছিলেন?

হযরত হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **আল্লাহ**র শপথ! আমি সত্তরজন বদরী সাহাবায়ে কিরামের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সাথে সাক্ষাত করেছি, এর মধ্যে অধিকাংশ উলের পোশাক পরিধান করতেন, যদি তোমারা তাঁদের দেখতে তবে তাঁদেরকে পাগল বলতে, যদি তাঁরা তোমাদের নেক ও পরহেযগার লোকদের দেখতো তবে বলতো: "এদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের কোন অংশ নেই।" যদি তাঁরা তোমাদের খারাপ লোকদের দেখতো তবে বলতো: "(এমন মনে হচ্ছে যেনো) তাদের কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমানই নাই।" (উয়ুনুল হিকায়াত, ১/৩২-৩৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আসহাবে বদরগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ কিরূপ বিনয় ও অনাড়ম্বরতা পছন্দ করতেন, কিন্তু আফসোস!

www.dawateislami.net

বর্তমানে এই দু'টি অভ্যাস সমাজ থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এর পরিবর্তে গর্ব ও অহঙ্কার, আরাম প্রিয় এবং নাজায়িয ফ্যাশন নিজের ভয়াবহতা ছড়িয়ে যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে এই অভ্যাসগুলো নিন্দনীয়, অতএব যদি **আল্লাহ** না করুক, কারো মাঝে এই অভ্যাস থাকে তবে তার **আল্লাহ পাকে** ভয় করা উচিৎ এবং নিজেকে বিনয়ী ও নম্র এবং অনাড়ম্বরতায় অভ্যস্ত করা উচিৎ, কেননা এর বরকতে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসীব হয়ে থাকে আর গর্ব ও অহঙ্কারে অমঙ্গলই অমঙ্গল এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস, এই সকল অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়া এবং বিনয় ও অনাড়ম্বরতার দৌলত পাওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম হলো প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর এবং রমযানুল মুবারকে আসরের নামাযের পরও তারাবীর পর অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকার মনযোগ সহকারে শুনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **৭২টি নেক আমল** নামক পুস্তিকায়ও মাদানী মুযাকারা শুনার উৎসাহ বিদ্যমান রয়েছে।

নেক আমল নম্বর ৫৪ হলো: **সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখা/ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন কি?** (সময়সীমা: প্রশ্নোত্তর শুরু হওয়ার কমপক্ষে এক ঘন্টা ১২ মিনিট)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওরশে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের মাস অব্যাহত রয়েছে। এই মুবারক মাসের ১৭ তারিখে উম্মুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা, আলিমা, মুফতীয়া, মুফাসসীরা, মুহাদ্দীসা, ফকীহা, আবেদা, যাহেদা, তায়্যিবা, তাহেরা, আফিফা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর

www.dawateislami.net

ওফাত দিবস। আসুন! এব্যাপারে আমরা তাঁর পবিত্র জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পবিত্র সত্তার শান সবচেয়ে আলাদা, কেননা অন্যান্য পবিত্র বিবিগণের رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ তুলনায় তাঁর অসংখ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় উচ্চ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা অর্জিত ছিলো যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাঁর ফিকহ ও জ্ঞানের চর্চা শুনা যায়, কেননা তাঁর সম্পর্ক বিশেষকরে ঐ মহান মনিষীর সাথে ছিলো যাঁর জ্ঞানের কোন সীমা ছিলো না, যাঁকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠানো হয়েছিলো, মুস্তফার কৃপাদৃষ্টির কারণে তিনি যুগ প্রসিদ্ধ মুফতিয়া, আলিমা, মুহাদ্দীসা এবং মুফাসসীরা হয়েছেন, তাঁর মহান দরবার থেকে সর্বদা ইলমে দ্বীনের কিরণই বের হতে থাকে এমনকি তিনি নিজেকে সারা জীবন ইলমের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

মুফতী হিসেবে হযরত আয়েশা

হযরত কাসিম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফতের সময়েই স্থায়ীভাবে ইফতার (ফতোয়ার) দায়িত্ব অর্জন করে নিয়েছিলেন। তিনি হযরত ওমর, হযরত ওসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এবং তাঁদের পর নিজের ওফাত মুবারক পর্যন্ত বরাবরের মতো ফতোয়া দিতেন। (আত তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সাআদ, ২/২৮৬) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বড় ফুকহা সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। (ওমদাতুল কারী, ১/৭২)

আসুন! এবার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা তায়্যিবা তাহেরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর জ্ঞানের প্রখরতা এবং তাঁর জ্ঞানে শান ও শওকত সম্বলিত কয়েকটি বর্ণনা শ্রবণ করি, যাতে আমাদের ভেতরও ইলমে দ্বীন শিখার আগ্রহ এবং উৎসাহ জাগ্রত হওয়া শুরু হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর ফযীলত

(১) হযরত উরউয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: مَا رَاَيْتُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ اَعْلَمُ بِالْقُرْاٰنِ وَلَا فَرِيْضَةٍ وَلَا بِحَلَالٍ وَلَا بِحَرَامٍ وَلَا بِشِعْرٍ وَلَا بِحَدِيْثِ الْعَرَبِ وَلَا بِنَسَبٍ مِنْ عَائِشَةَ (অর্থাৎ) আমি মানুষের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর চেয়ে বড় কাউকে কোরআন, মিরাস (উত্তরাধিকার সম্পদ), হালাল ও হারাম, শে'র, আরবী উক্তি এবং নসবের আলিম দেখিনি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৬০, নম্বর ১৪৮২)

(২) হযরত উরউয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِطِبٍّ وَلَا بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ (অর্থাৎ) আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর চেয়ে বড় শে'র, চিকিৎসা এবং ফিকাহের আলিম কাউকে পাইনি। (আল আসবাহাত, কিতাবুন নিসা, ৮/২৩৩)

(৩) হযরত আবু সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বেশি কাউকে রাসূলের সুন্নাতের আলিম দেখিনি, এমন কোন ব্যাপারে যাতে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়, তাঁর চেয়ে বেশি কাউকে ফকীহা দেখিনি, কোন আয়াতের শানে নুযুলে তাঁর চেয়ে বড় আলিম দেখিনি এবং না ফরযে।

(আত তাবকাতুল কুবরা লিইবনে সাআদ, ২/২৮৬)

www.dawateislami.net

(৪) হযরত আবু মুসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমরা **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবাদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان উপর যখনই কোন বিষয় প্যাঁচানো মনে হতো তখন আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতাম আর তাঁর নিকট এর ইলম পেতাম। **(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৭১, হাদীস ৩৯০৯)**

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার **"ফয়যানে আয়েশা"** কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড এবং প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **আল্লাহ পাকে**র অনুগ্রহে এবং মুস্তফার ফয়যানে মহিলা হয়েও শরয়ী মাসআলার পরিপূর্ণ দক্ষতা রাখতেন এবং ইলমের সুক্ষ্ম বিষয়াদী সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন, তাইতো কঠিন থেকে কঠিনতর মাসআলাও এরূপ সুন্দরভাবে সমাধান করে দিতেন যে, প্রশ্নকারীর মনে কোন ধরনের দ্বিধা অবশিষ্ট থাকে না, নিজের পবিত্র জীবদ্দশায় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় উত্তরণ অর্জন করে যেনো কিয়ামত পর্যন্ত মহিলাদের এই বার্তা প্রদান করলেন যে, ইলমে দ্বীনের বরকত এবং এর ফয়েযে ফয়েয প্রাপ্ত হওয়া শুধু পুরুষের জন্য বিশেষায়িত নয়, যদি মহিলারাও সাহস করে তবে সেইদিন দূরে নয় যে, তাদের মধ্যে কেউ আলিমা, মুহাদ্দীসা, মুফাসসীরা বরং মুফতীয়া হবে

এবং সমাজের বিপথে যাওয়াদের সংশোধনে নিজের ভূমিকা পালন করবে। আফসোস! এখন এই দ্বীনি চিন্তাধারা পোষনকারীনিদের সংখ্যা খুবই কম এবং অধিকাংশই আধুনিক পরিবেশেই থাকা পছন্দ করে,

শায়খুল মুহাদ্দীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আজকাল মুসলমান পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানো এবং দ্বীনের বিষয় জানার প্রেরণা ও আগ্রহ প্রায় চলে গেছে, তাই চারিদিকে নাস্তিকতার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, হাজারো যুবক ও যুবতী দ্বীন ও মাযহাব থেকে মুক্ত এবং **আল্লাহ** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি বিরক্ত হয়ে পশুর ন্যায় লাগামহীন হয়ে যাচ্ছে, বরং অনেকে তো **আল্লাহ**কেই অস্বীকার করে বসে এবং মানেই না যে, **আল্লাহ** আছেন! এই বেদ্বীনির তুফানের একটাই কারণ যে, মুসলমানেরা নিজেও দ্বীনের ইলম শিখা ছেড়ে দিয়েছে এবং নিজেদের সন্তানদেরকেও ইলমে দ্বীন শিখায় না, এর জন্য খুবই জরুরী যে, মুসলমান পুরুষ ও মহিলারা নিজেরাও সময় বের করে দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় ইলম অর্জন করা এবং নিজের সন্তানদেরও প্রযোজনীয় বিষয় বাল্যকাল থেকেই জানানো এবং শিখাতে থাকা। যদি নিজের সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিখিয়ে আলিম বানাতে না পারেন তবে কমপক্ষে তাদেরকে দ্বীনের এতটুকু ইলম শিক্ষা দিন যে, সে যেনো মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকে। (জান্নাতী যেওর, ৪৫৭ পৃষ্ঠা)

মাদরাসাতুল মদীনা বিভাগ

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানের রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে শিশুদের ইলমে দ্বীনের দৌলত দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে সমাজে সেরা ব্যক্তি বানানো হয়, অতএব আপনিও এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং নিজের

সন্তানকে মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে নিজের চোখের তারা বানান। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের খেদমতের ৮০টি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"মাদরাসাতুল মদীনা বিভাগ"**। এর অধীনে দেশ বিদেশে ছেলেদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা) এবং মেয়েদের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা শাখা) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যাতে তাজবীদ ও কিরাত সহকারে কোরআনে করীম হিফয ও নাযেরা পড়ানো হয়। মাদরাসাতুল মদীনায় শিশুদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি বিশেষকরে নৈতিক ও মাদানী প্রশিক্ষণের প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া হয়। ইসলামী বিধান অনুযায়ী ইসলামী জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি শিখানো হয়, সুন্নাত ও আদব শিখানো হয়, পিতা-মাতার আদব ও সম্মান শিখানো হয়, ছোটদের স্নেহ ও বড়দের আদব করা শিখানো হয়, নিয়মিত নামায এবং সুন্নাতের উপর আমলকারী বানানোর চেষ্টা করা হয়, মিথ্যা থেকে বিরত থাকার মাদানী মানসিকতা প্রদান করা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা) থেকে কোরআনের হিফয করার সৌভাগ্য অর্জন করা হাজারো সৌভাগ্যবান হাফিযে কোরআন প্রতি বছর দেশ বিদেশে তারাবীর নামাযে কোরআনে করীম শুনানোর সৌভাগ্য অর্জন করছে, বর্তমানেও হাজারো সৌভাগ্যবান হাফিযে কোরআন যারা মাদরাসাতুল মদীনা (বালক শাখা) থেকে হাফিয হয়েছে তারা আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বিভিন্ন বিভাগে নিজের দ্বীনি খেদমত দিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা ইমামতের দায়িত্বে আবার কেউ বা শিক্ষকতার পেশায় গিয়ে কোরআনের শিক্ষাকে প্রসার করতে সদা ব্যস্ত রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ওরশে মওলা আলী মুশকিল কোশা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চতুর্থ খলিফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ২১ রমযানুল মুবারক শাহাদত বরণ করেন, তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তিনি শিশুদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। আসুন! হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনি:

হযরত আলীর পরিচিতি

হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাম হলো "আলী বিন আবী তালিব" উপনাম "আবুল হাসান" এবং "আবু তুরাব"। তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালিবের শাহজাদা, এই হিসেবে তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই। তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের নাম "ফাতিমা বিনতে আসাদ"। (তারিখুল খোলাফা, ১৩২ পৃষ্ঠা) তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং হিজরত করেন আর মদীনায় ওফাত গ্রহণ করেন। (মা'রিফাতুস সাহাবা, ১/৯৫, নম্বর ২৮৮) হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অল্প বয়সেই ইসলামী কবুল করে নিয়েছিলেন, যেমনটি আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যখন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিলো ৮ বা ১০ বছর। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৪৩৪) তিনি **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তত্বাবধানে প্রশিক্ষণ পান এবং সারা জীবন **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সাহায্য ও ইসলামের সমর্থনে লিপ্ত ছিলেন। তিনি প্রথম সারীর মুহাজির ও আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভূক্ত এবং অন্যান্য বিশেষ মর্যাদা দ্বারা ধন্য হওয়ার ভিত্তিতে অনেক বেশি মর্যাদাবান ছিলেন। ইসলামের শত্রুদের

www.dawateislami.net

বড় বড় বীরেরা তাঁর তরবারি যুলফিকারের আঘাতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদতের পর আনসার ও মুহাজিররা বরকতময় হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁকে আমিরুল মুমিনীন নির্বাচতি করেন এবং ৪ বছর ৮মাস ৯দিন পর্যন্ত খেলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন।

(কারামাতে শেরে খোদা, ১২ পৃষ্ঠা। তারিখুল খোলাফা, ১৩২ পৃষ্ঠা)

হযরত আলীর পবিত্র গুণাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসংখ্য গুণাবলীর মালিক ছিলেন, এমন কোন নেক গুণ ছিলো না যা তাঁর সত্তায় পাওয়া যেতো না। যেমনটি ☛ হযরত আলী খোদাভীতি সম্পন্ন ☛ প্রত্যেকের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ☛ নম্র মনের অধিকারী ☛ নম্রভাষী ☛ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক কোলে পালিত ☛ **আল্লাহ**র পথে সম্পদ সদকাকারী ☛ সত্যিকার ইবাদতকারী ☛ যুহ্দ ও তাকওয়া দ্বারা সমৃদ্ধ এবং ☛ অপরকে তাকওয়া ও পরহেযগারীতার শিক্ষা প্রদানকারী ছিলেন। ☛ যে তাঁর সহচর্যে থাকতো, সেও পরহেযগার হয়ে যেতো। ☛ অন্যের থেকে খোদাভীতির কথা শুনতেন। ☛ জন্ম গ্রহণ করতেই **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কথা শুনেন। ☛ দ্বীন ইসলামের উন্নতির জন্য মহান খেদমত প্রদান করেন। ☛ তিনি বিলায়তের ফযীলত অর্জনের দরজা। ☛ একজন অবিস্মরনীয় এবং ☛ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব। **আল্লাহ পাক** হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকায় আমাদেরও তাকওয়া ও পরহেযগারীতা সম্পন্ন জীবন নসীব করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক জীবনের একটি সুন্দর ও মনোরম এবং আলোকিত দিক হলো তাঁর ইশকে রাসূল। আসুন! এব্যাপারে ২টি ঘটনা শুনি।

মওলা আলীর ইশকে রাসূল

একবার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খাবারে ব্যবস্থা করার জন্য হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক অমুসলিমের বাগানে গেলেন এবং কুপ থেকে সতের বালতি পানি বের করলেন। প্রতি বালতির পরিবর্তে একটি করে খেজুর নির্ধারণ হয়েছিলো। সেই অমুসলিম তার সকল প্রকার খেজুর হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে রেখে দিলো যে, যা ইচ্ছা নিয়ে নাও, তিনি সতেরটি খেজুর নিয়ে নিলেন এবং গিয়ে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থাপন করলেন, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবুল হাসান! এই খেজুর তুমি কোথায় পেয়েছো? তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আপনার ক্ষুধার সংবাদ পেয়ে কাজের সন্ধানে বের হলাম যাতে আপনার জন্য খাবার সংগ্রহ করতে পারি। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি কি এসব কিছু **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার কারণে করেছো? আরয করলেন: জি হ্যাঁ! হে **আল্লাহ পাকের নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহর** শপথ! যে বান্দাই **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কে ভালবাসবে তবে অভাব ও ক্ষুধা তার দিকে এত দ্রুত আসে, যত দ্রুত পানির বন্যা নিচের দিকে পরে থাকে। অতএব যে **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কে ভালবাসে তার উচিৎ যে, ধৈর্যের ঢাল প্রস্তুত রাখা। **(সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুল ইজারাতি, ৬/১৯৭, হাদীস ১১৬৪৯)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আরো কিছু ফযীলত ও গুণাবলীর ব্যাপারে শুনি।

হযরত আলীর ফযীলত ও গুণাবলী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় কেউ আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইরশাদ করেন: জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে ১০ ভাগে ভাগ করা হলো, ৯ ভাগ হযরত আলী এবং এক ভাগ অন্যান্য লোকদের দান করা হলো।

(তারিখে ইবনে আসাকির, আলী বিন আবী তালিব, ৪২/৩৮৪, নম্বর ৪৯৩৩)

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকে যেখানেই "یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا" (হে ঈমানদারগণ) দ্বারা সম্বোধন করেছেন, (হযরত) আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) হলো সেই দলের সর্দার ও আমির। **(ফাযায়িলুস সাহাবাতি, ফাযায়িলে আলী, ২/৬৫৪, হাদীস ১১১৪)**

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: অনেকে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত খেদমতে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে অভিযোগ করেন, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা শুনে মিম্বরে তাশরীফ গ্রহণ করলেন এবং খুতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন: হে লোকেরা! আলীর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) ব্যাপারে অভিযোগ করো না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে সবচেয়ে বেশি খোদাভীতি সম্পন্ন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/১৭২, হাদীস ১১৮১৭)

হযরত ইসহাক বিন কাআব বিন উজরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আলীকে গালমন্দ করো না, সে **আল্লাহ পাকের** সত্তার মাঝে বিলীন হয়ে গেছে।

(মু'জামু কবীর, ইসহাক বিন কাআব, ১৯/১৪৮, হাদীস ৩২৪)

www.dawateislami.net

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: নিশ্চয় কোরআনে করীমে ৭টি হরফের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রতিটি হরফের জাহিরও রয়েছে আর বাতিনও রয়েছে এবং আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন ঐ সত্তার যাঁর নিকট জাহির ও বাতিন উভয়েরই জ্ঞান রয়েছে। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪২/৪০০, নম্বর ৪৯৩৩)

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমরা পরস্পর কথা বলছিলাম এমন সময় **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ৭০টি উপদেশ দেন, যা তিনি ব্যতীত আর কাউকে করেননি। (মু'জামু সগীর, ২/৬৯, হাদীস ৯৫৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মওলা আলীর শাহাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে শুনছিলাম। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রমযানুল মুবারকে এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, তিনি এক রাতে হযরত ইমামে হোসাইন, এক রাতে হযরত ইমামে হাসান এবং এক রাতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর নিকট ইফতার করতেন, তিন গ্রাসের বেশি আহার করতেন না আর বলতেন: "আমার এটা উত্তম মনে করি না যে, **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাতের সময় আমার পেট খালি থাকবে।" শাহাদতের রাতে এই অবস্থা ছিলো যে, বারবার বাড়ির বাইরে চলে যাচ্ছিলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন: **আল্লাহর** শপথ! আমাকে কোন সংবাদ মিথ্যা দেয়া হয়নি, এটিই ঐ রাত যার ওয়াদা করা হয়েছে (যেনো তিনি তাঁর শাহাদতের ব্যাপারে পূর্বেই

www.dawateislami.net

জেনে গিয়েছিলেন)। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৭৭ পৃষ্ঠা) শুক্রবার রাত ১৭ বা ১৯ রমযানুল মুবারকে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকালে জাগ্রত হলেন, মুয়াজ্জিন এসে ডেকে দিলেন, আপনি নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে চলুন, পথে মানুষদেরকে নামাযের জন্য ডাকতে ডাকতে এবং জাগাতে জাগাতে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দূর্ভাগা ইবনে মলজুম খারেজী তাঁর উপর তরবারীর এমন একটি আক্রমণাত্মক আঘাত করলেন যে, যার আঘাতে কপাল মুবারক কানের পর্যন্ত কেটে গেলো এবং তরবারী মগজে গিয়ে লাগলো। এমন সময় চারিদিক থেকে লোকেরা দৌড়ে আসলো আর সেই দূর্ভাগা খারেজীকে ধরে ফেললো। এই করুণ ঘটনার ২ দিন পর তিনি শাহাদতের সূধা পান করে নিলেন। হযরত ইমাম হাসান, হযরত ইমাম হোসাইন এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ তাঁকে গোসল দেন, হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জানাযার নামায পড়ান এবং কুফায় রাতের বেলা দাফন করেন। লোকেরা ইবনে মলজুমের শরীরকে টুকরো টুকরো করে একটি ঝুড়িতে রেখে আগুন লাগিয়ে দেয়। (তারিখুল খোলাফা, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক জীবনি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর **"হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কারামত"** পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করা খবুই উপকারী। এই পুস্তিকাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ডাউনলোড এবং প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১০১ মাদানী ফুল"** পুস্তিকা থেকে নখ কাটার কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শুনি। ✯ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বেশি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯/৬৬৮) হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ পাক** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের শুভাগমন হবে এবং গুনাহ দূরীভূত হবে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৮। বাহারে শরীয়াত, ১৬/২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

নখ কাটার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net